মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪

গবেষণা বিভাগ

(মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং)

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রতিবেদনটি মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং, গবেষণা বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত। এ সম্পর্কিত কোন মতামত/পরামর্শ থাকলে তা ড. মোঃ গোলজারে নবী, পরিচালক, গবেষণা বিভাগ (golzare.nabi@bb.org.bd) বরাবর ই-মেইলে জানানো যেতে পারে।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪)

সারসংক্ষেপ

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

- জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪ ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ (M2) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক হতে ০.৪০ শতাংশ হ্রাস হয়ে ২০২৫১.৪৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২৪ শেষে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৭.৮৮ শতাংশ, যা সেপ্টেম্বর'২৩ শেষের ৮.৯৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি এবং ডিসেম্বর'২৪ এর নির্ধারিত প্রক্ষেপণ ৮.২০ শতাংশ প্রবৃদ্ধির নিচে রয়েছে। *মূলতঃ নীট বৈদেশিক সম্পদের (NFA) হ্রাসের কারণে মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কিছুটা কম হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ ও রপ্তানি আয়ে বৃদ্ধি সত্ত্বেও সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতির সূত্রে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদ বাৎসরিক ভিত্তিতে হ্রাস পেয়েছে, যা প্রক্ষেপিত মাত্রার বিপরীতে মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি কম হওয়ার মূল কারণ।*
- অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ০.৪৪ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২১০৬৩.০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২৪ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৯.১০ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২৪ এর লক্ষ্যমাত্রা ১০.৭০ শতাংশ ও সেপ্টেম্বর'২৩ শেষের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ১২.৮৯ শতাংশের তুলনায় কম। *মূলতঃ সরকারি ও বেসরকারি খাতে ঋণের হ্রাসকৃত প্রবৃদ্ধির সূত্রে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির তুলনায় কম হয়েছে।*
- বাৎসরিক ভিত্তিতে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নিট ঋণ স্থিতি সেপ্টেম্বর'২৪ শেষে ৯.৬৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে ২৬.৮১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। *সরকারের মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের সময়সীমা প্রায় শেষের দিকে হওয়ায় এবং বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সরকারের গৃহীত কৃচ্ছতার নীতির কারণে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারি খাতে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।*
- বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২৪ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৯.২০ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২৪ শেষের প্রক্ষেপণ (৯.৮০ শতাংশ) এবং সেপ্টেম্বর'২৩ শেষের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির (৯.৬৯ শতাংশ) তুলনায় কিছুটা কম হয়েছে। *বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে শ্লথ গতির পূর্বাভাস ও দেশীয় অর্থনীতিতে সংকটাবস্থা, ব্যাংক খাতে তারল্য ঘাটতি এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থায়ন কম হওয়ায় বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি নির্ধারিত প্রক্ষেপণের তুলনায় কিছুটা কম হয়েছে।*
- রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৯.২৮ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩৭৫২.৭৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। *কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ অধিক হ্রাসের প্রেক্ষিতে জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪ ত্রৈমাসিকে রিজার্ভ মুদ্রার হ্রাস হয়েছে। বাৎসরিক ভিত্তিতে, ডিসেম্বর'২৪ এর প্রক্ষেপণ ২.০ শতাংশ প্রবৃদ্ধির বিপরীতে রিজার্ভ মুদ্রার সেপ্টেম্বর'২৪ শেষে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৯.০২ শতাংশ, যা সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে ছিল ১.২২ শতাংশ।*

মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

- নভেম্বর'২৪ শেষে খাদ্য মূল্যস্ফীতি (১৩.৮০ শতাংশ) ব্যাপক বৃদ্ধি হওয়ায় পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট সার্বিক মূল্যস্ফীতি অনেক বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১১.৩৮ শতাংশে।
- গড় মূল্যস্ফীতি নভেম্বর'২৪ শেষে দাঁড়িয়েছে ১০.২২ শতাংশ, যা জুন'২৫ শেষের সংশোধিত সিলিং (৯.০ শতাংশ) এর চেয়ে এখনো ১.২২ percentage point বেশি। *খাদ্য মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বমুখী ধারা, ব্যাহত সরবরাহ চেইন এবং অভ্যন্তরীণ অসম্পূর্ণ বাজার কাঠামো এক্ষেত্রে উচ্চ মূল্যস্ফীতির প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে বলে প্রতীয়মান হয়।*

তারল্য, সুদ হার ও শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ পরিস্থিতি

- ব্যাংকসমূহের অতিরিক্ত তরল সম্পদের (সিআরআর ও এসএলআর সংরক্ষণ করার পর) পরিমাণ সেপ্টেম্বর'২৪ শেষে হ্রাস পেয়ে ১৭৮০.৯১ বিলিয়ন টাকা দাঁড়ায়, যা জুন'২৪ শেষে ছিল ১৯৫৮.২৪ বিলিয়ন টাকা। *আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আমানত উত্তোলনের বিরূপ প্রভাব থাকায় তারল্য ব্যবস্থাপনার দিক থেকে ব্যাংকিং খাত অনেকটা চাপের মধ্যে ছিল। সর্বশেষ অক্টোবর'২৪ এর তথ্যানুযায়ী ব্যাংকগুলোর তারল্য পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়ে অতিরিক্ত তরল সম্পদ দাঁড়িয়েছে ১৯৮৫.৪৪ বিলিয়ন টাকা।*
- ব্যাংক খাতে আমানত ও আগাম ভারিত গড় সুদহার অক্টোবর'২৪ শেষে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৫.৯০ ও ১১.৭৭ শতাংশ, যেখানে তা জুন'২৪ শেষে ছিল যথাক্রমে ৫.৪৯ শতাংশ ও ১১.৫২ শতাংশ। *প্রতিযোগীতামূলক সুদহার প্রণয়নে গৃহীত পদক্ষেপের অংশ হিসেবে আমানতে নিম্নসীমা প্রত্যাহার করে স্বীয় বিবেচনায় সুদহার নির্ধারণ এবং ঋণের সম্পূর্ণরূপে বাজারভিত্তিক সুদহার ব্যবস্থা প্রচলন করার ফলে উভয় সুদহারে ঊর্ধ্বমুখীতা লক্ষ্য করা যায়।*
- ব্যাংক খাতে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের (NPL) অনুপাত সেপ্টেম্বর'২৪ শেষে ছিল ১৬.৯৩ শতাংশ। *পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে NPL কমিয়ে আনা বর্তমানে ব্যাংক খাতের জন্য অন্যতম প্রধান লক্ষ্য, যা অর্জনে গৃহীত ব্যবস্থাদির অংশ হিসেবে নির্বাচিত কিছু ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙ্গে দেওয়াসহ আর্থিক খাত সংস্কারের জন্য টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে।*

বৈদেশিক লেনদেন ও বিনিময় হার পরিস্থিতি

- *পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪ সময়কালে রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ হ্রাস পেলেও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ও আমদানি ব্যয় হ্রাসের প্রেক্ষিতে বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি কম হয়েছে। এর সূত্রে চলতি হিসাব ভারসাম্যে (Current Account Balance) ঘাটতি হ্রাস পেয়ে ১২৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, এ সময়ে অন্যান্য বিনিয়োগ কম হওয়ায় আর্থিক হিসাবে (financial account) উদ্বৃত্ত হ্রাস পেয়ে ৫৬০.০ মিলিয়ন ডলার হয়। ফলে, উল্লেখিত সময়ে লেনদেন ভারসাম্যের চলতি হিসাবে ঘাটতি কম হলেও আর্থিক হিসাবে উদ্বৃত্ত হ্রাস পাওয়ার কারণে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ১৪৫৯.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি হয়।*
    - আলোচ্য ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ৭.০৭ শতাংশ ও ৫.০৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১০৫৬০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায়। এ সময়ে তৈরি পোশাক রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধির সূত্রে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
    - উক্ত ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৮.১৬ শতাংশ হ্রাস পেলেও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের চেয়ে ০.৮৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৫১৯০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায়।
    - এ ত্রৈমাসিকে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৪.৩৩ শতাংশ হ্রাস পায় তবে পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৩৩.৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৬৫৪২.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায়।

- জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪ সময়ে টাকা-ডলার বিনিময় হারে শতকরা ১.৬৭ ভাগ অবচিতি (depreciation) হয়ে দাঁড়ায় ১২০.০ টাকায়। সর্বশেষ ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে আন্তঃব্যাংক মার্কেটে ডলার প্রতি বিনিময় হারের weighted average rate (WAR) ছিল ১২০.০০ টাকা।
- সেপ্টেম্বর'২৪ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে দাঁড়ায় গ্রস ২৪৮৬৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে (বিপিএম৬ অনুযায়ী ১৯৮৬১.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), যা ৪.২ মাসের সম্ভাব্য আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত। সর্বশেষ তথ্যমতে, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে গ্রস রিজার্ভ ছিল ২৪৯৪৬.৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (বিপিএম৬ অনুযায়ী ১৯৯৫৭.১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪)

বিশ্বব্যাপী disinflationary process অব্যাহত থাকায় বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি[১] ২০২৪ ও ২০২৫ সালে ৩.২ শতাংশে স্থিতিশীল থাকার পূর্বাভাস করা হলেও চলমান ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার সূত্রে বিশ্ব অর্থনীতিতে বর্তমানে একটি অনিশ্চয়তা বিদ্যমান। দেশীয় অর্থনীতিও বেশ কিছু সংকটের সম্মুখীন রয়েছে তন্মেধ্যে উল্লেখযোগ্য: উচ্চ খাদ্য মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস, এবং ব্যাংক খাতে তারল্য ঘাটতি ও উচ্চ NPL। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক মূল্যস্ফীতি কাংখিত মাত্রায় নামিয়ে আনার লক্ষ্যে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথমার্ধে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বাস্তবায়ন করাসহ আর্থিক খাত সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হচ্ছে। সর্বশেষ তথ্যমতে, বেসরকারি খাত ঋণে ৯.৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অক্টোবর'২৪ শেষে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৮.৩০ শতাংশ। গড় সার্বিক মূল্যস্ফীতি নভেম্বর'২৪ শেষে দাঁড়িয়েছে ১০.২২ শতাংশ, যা জুন'২৫ শেষের সংশোধিত সিলিং (৯.০ শতাংশ) এর চেয়ে এখনো ১.২২ percentage point বেশি। এছাড়া, জুলাই-অক্টোবর ২০২৪ সময়কালে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ৩৮২৯.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি হয় যা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারের উপর অবচিতি চাপ সৃষ্টি করছে।

১। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রা সরবরাহ (M2)

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪ ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ (M2) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ২০৩৩২.৩৪ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ০.৪০ শতাংশ হ্রাস হয়ে ২০২৫১.৪৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক (জুন'২৪ শেষে) M2-তে ৪.৯৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হলেও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে (সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে) তা ০.৫৩ শতাংশ হ্রাস পায়। উৎসভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুসারে, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ১.০৩ শতাংশ বৃদ্ধি হলেও নীট বৈদেশিক সম্পদ ৮.৯৪ শতাংশ হ্রাস পায়।

চার্ট-১ঃ মুদ্রা যোগানের (এম২) প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

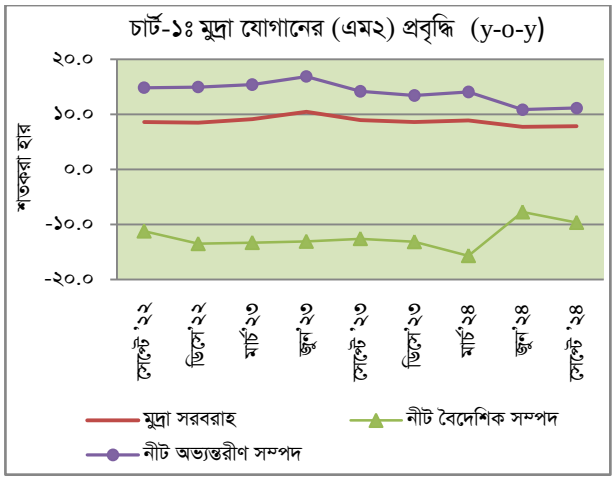

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ. বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২৪ শেষে M2 বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৭.৮৮ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ৮.৯৬ শতাংশ এবং ডিসেম্বর'২৪ এর নির্ধারিত প্রক্ষেপণ ৮.২০ শতাংশ প্রবৃদ্ধির নিচে রয়েছে। উল্লেখ্য, বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২৪ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ৯.৬২ শতাংশ হ্রাস পায় এবং নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ১১.১২ শতাংশ বৃদ্ধি পায় (চার্ট-১)। মূলতঃ নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA) হ্রাস পাওয়ায় সেপ্টেম্বর ২০২৪ শেষে M2-এর প্রবৃদ্ধি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কিছুটা কম হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ ও রপ্তানি আয়ে বৃদ্ধি সত্ত্বেও সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতির সূত্রে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদ বাৎসরিক ভিত্তিতে হ্রাস পেয়েছে, যা প্রক্ষেপিত মাত্রার বিপরীতে মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি কম হওয়ার মূল কারণ।

[১] ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, অক্টোবর ২০২৪; আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)

অভ্যন্তরীণ ঋণ

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ২১১৫৫.২৫ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ০.৪৪ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২১০৬৩.০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২৪ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ৯.১০ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২৪ এর লক্ষ্যমাত্রা ১০.৭০ শতাংশ ও সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ১২.৮৯ শতাংশের তুলনায় কম। উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, সরকারি ও বেসরকারি খাতে ঋণের হ্রাসকৃত প্রবৃদ্ধির সূত্রে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির তুলনায় কম হয়েছে (চার্ট-২)।

চার্ট-২ঃ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

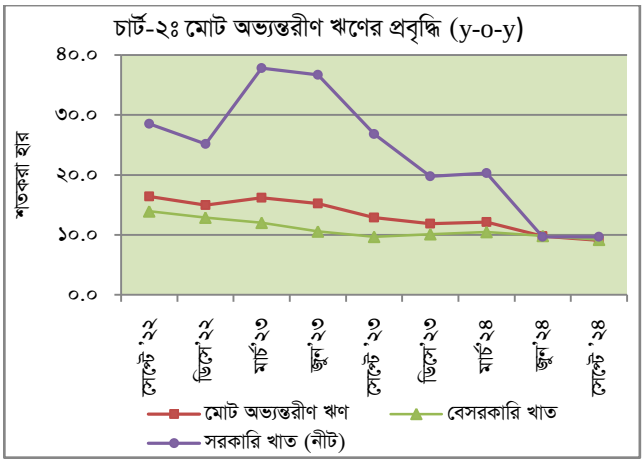

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সেপ্টেম্বর'২৪ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি (৯.২০ শতাংশ) ডিসেম্বর'২৪ প্রক্ষেপণের (৯.৮০ শতাংশ) এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের (৯.৬৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি) তুলনায় কিছুটা কম হয়েছে। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের অংশ সেপ্টেম্বর'২৩ শেষের ৭৮.৩৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে সেপ্টেম্বর'২৪ শেষে ৭৮.৪৪ শতাংশে দাঁড়ায়। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে শ্লথ গতির পূর্বাভাস ও দেশীয় অর্থনীতিতে সংকটাবস্থা, ব্যাংক খাতে তারল্য ঘাটতি এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থায়ন কম হওয়ায় বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি নির্ধারিত প্রক্ষেপণের তুলনায় কিছুটা কম হয়েছে।

ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঁঞ্জিভূত (cumulative) নিট ঋণ স্থিতি পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৪.২৫ শতাংশ হ্রাস পেয়ে আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে ৪০৬৮.১৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ৮.৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২৪ শেষে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঁঞ্জিভূত নিট ঋণ স্থিতি ৯.৬৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে ২৬.৮১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। উল্লেখ্য, সরকারের মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের সময়সীমা প্রায় শেষের দিকে হওয়ায় এবং বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সরকারের গৃহীত কৃচ্ছতার নীতির কারণে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারি খাতে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA)

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪ ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৮.৯৪ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২৬৫০.৯৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যেখানে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ১২.২২ শতাংশ বৃদ্ধি হলেও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে তা ৭.৩৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল।

বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২৪ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ৯.৬২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, যা ডিসেম্বর'২৪ এর প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি (২.৩০ শতাংশ) চেয়ে উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী বছরের একই সময় (সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে) নীট বৈদেশিক সম্পদ হ্রাসের হার ছিল ১২.৫৬ শতাংশ।

রিজার্ভ মুদ্রা

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে রিজার্ভ মুদ্রা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ৯.২৮ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩৭৫২.৭৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে রিজার্ভ মুদ্রা ১৫.৯৪ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ১০.২৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। উপাদানভিত্তিক তুলনায় দেখা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ অধিক হ্রাসের প্রেক্ষিতে জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪ ত্রৈমাসিকে রিজার্ভ মুদ্রার হ্রাস হয়েছে।

চার্ট-৩ঃ রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

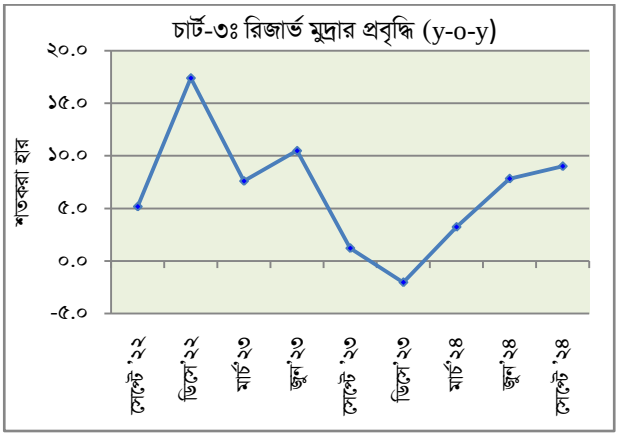

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাৎসরিক ভিত্তিক তুলনায়, ডিসেম্বর'২৪ এর প্রক্ষেপণ ২.০ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় রিজার্ভ মুদ্রা সেপ্টেম্বর'২৪ শেষে ৯.০২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ১.২২ শতাংশের তুলনায় অনেক বেশি (চার্ট-৩)।

২। তারল্য পরিস্থিতি

সেপ্টেম্বর'২৪ শেষে ব্যাংকসমূহের বিধিবদ্ধ সংরক্ষণের পরবর্তী (সিআরআর ও এসএলআর সংরক্ষণ করার পর) অতিরিক্ত তরল সম্পদ হ্রাস পেয়ে ১৭৮০.৯১ বিলিয়ন টাকা দাঁড়ায়, যা জুন'২৪ শেষে ছিল ১৯৫৮.২৪ বিলিয়ন টাকা (চার্ট-৪)। উল্লেখ্য, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আমানত উত্তোলনের বিরূপ প্রভাব থাকায় তারল্য ব্যবস্থাপনার দিক থেকে ব্যাংক খাত অনেকটা চাপের মধ্যে ছিল।

চার্ট-৪ঃ অতিরিক্ত তরল সম্পদের গতিধারা

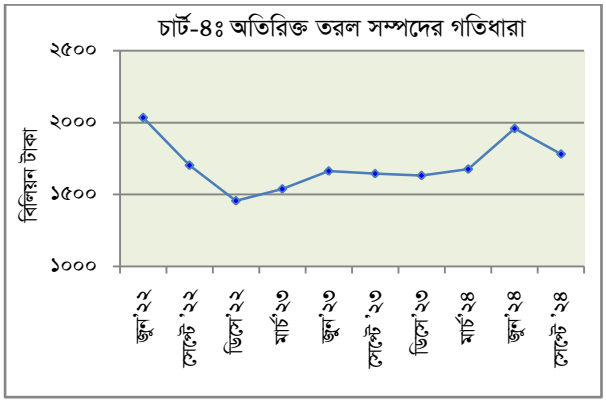

উৎসঃ ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, অক্টোবর'২৪ শেষে ব্যাংকগুলোর তারল্য পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়ে অতিরিক্ত তরল সম্পদ দাঁড়িয়েছে ১৯৮৫.৪৪ বিলিয়ন টাকা।

৩। বাজারভিত্তিক সুদহার

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে স্বল্প মেয়াদি সুদহার (কল মানি) বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যাংকসমূহের আমানত ও ঋণের সুদহার উভয়ই অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে (চার্ট-৫)।

ব্যাংক খাতে আমানত ও আগাম ভারিত গড় সুদহার অক্টোবর'২৪ শেষে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৫.৯০ ও ১১.৭৭ শতাংশ, যেখানে তা জুন'২৪ শেষে ছিল যথাক্রমে ৫.৪৯ শতাংশ ও ১১.৫২ শতাংশ।

চার্ট-৫ আমানত ও আগামের সুদ হার

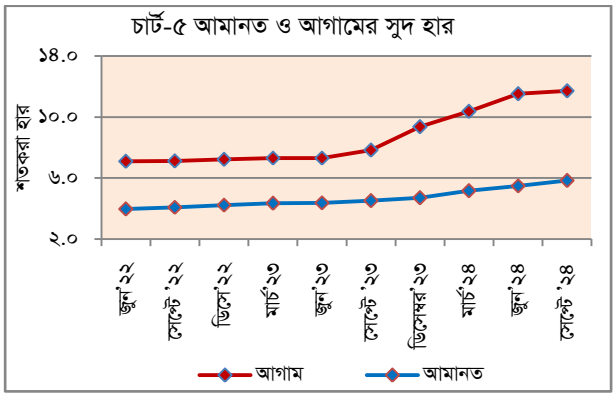

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

প্রতিযোগীতামূলক সুদহার প্রণয়নে গৃহীত পদক্ষেপের অংশ হিসেবে আমানতে নিম্নসীমা প্রত্যাহার করে স্বীয় বিবেচনায় সুদহার নির্ধারণ, SMART[2] রেফারেন্স রেট ভিত্তিক সুদহার ব্যবস্থা প্রত্যাহারপূর্বক ঋণের সম্পূর্ণরূপে বাজারভিত্তিক সুদহার ব্যবস্থা প্রচলন, এবং intermediation spread সংক্রান্ত বাধ্যতামূলক সীমা নির্ধারণের আবশ্যকতা রহিত করা হয়েছে।

৪। মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত

তফসিলি ব্যাংকগুলোর মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ সেপ্টেম্বর'২৪ শেষে দাঁড়ায় ২৮৪৯.৭৭ বিলিয়ন টাকা, যা জুন'২৪ এবং সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে ছিল যথাক্রমে ২১১৩.৯২ বিলিয়ন টাকা ও ১৫৫৩.৯৮ বিলিয়ন টাকা। উল্লেখ্য, ব্যাংক খাতে মোট ঋণে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের (NPL) অনুপাত[৩] ডিসেম্বর'২৩ পরবর্তী সময় উর্ধ্বমুখী ধারায় অব্যাহত রয়েছে (চার্ট-৬)।

চার্ট-৬ঃ মোট শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ ও NPL অনুপাত

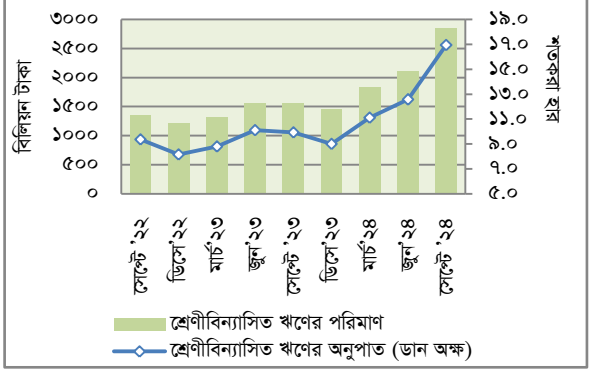

উৎসঃ ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে উচ্চ NPL কমিয়ে আনা বর্তমানে ব্যাংকিং খাতের জন্য অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে গৃহীত ব্যবস্থাদির অংশ হিসেবে নির্বাচিত কিছু ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙ্গে দেওয়াসহ আর্থিক খাত সংস্কারের জন্য টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে।

৫। মূল্যস্ফীতি[৪]

পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি জুন'২৪ শেষে ৯.৭২ শতাংশ হতে অনেক বৃদ্ধি হয়ে সেপ্টেম্বর'২৪ শেষে ৯.৯২ শতাংশে দাঁড়ায়। আলোচ্য সময়ে খাদ্য বহির্ভূত (৯.৫০ শতাংশ) মূল্যস্ফীতির অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায় পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট সার্বিক মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

চার্ট-৭ঃ সাধারণ মূল্যস্ফীতির ত্রৈমাসিক গতিধারা
(ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)*

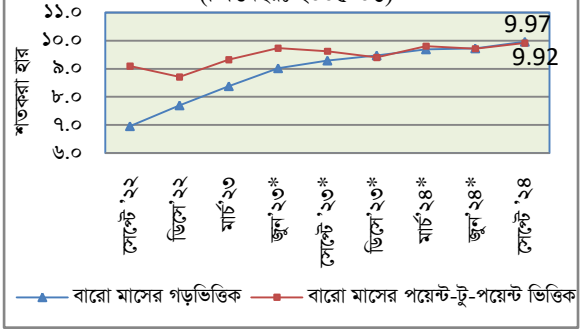

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * ভিত্তিবছরঃ ২০২১-২২

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, খাদ্য মূল্যস্ফীতি ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ায় পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট সার্বিক মূল্যস্ফীতি অনেক বৃদ্ধি হয়ে নভেম্বর'২৪ শেষে ১১.৩৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। উল্লেখ্য, গড় মূল্যস্ফীতি নভেম্বর'২৪ শেষে দাঁড়িয়েছে ১০.২২ শতাংশ, যা জুন'২৫ শেষের সংশোধিত সিলিং (৯.০ শতাংশ) এর চেয়ে এখনো ১.২২ percentage point বেশি। খাদ্য মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বমুখী ধারা, ব্যাহত সরবরাহ চেইন এবং অভ্যন্তরীণ অসম্পূর্ণ বাজার কাঠামো এক্ষেত্রে উচ্চ মূল্যস্ফীতির প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে বলে প্রতীয়মান হয়।

অর্থ ও ঋণ পরিস্থিতিসহ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪ ত্রৈমাসিকে নির্বাচিত কিছু সূচকের তুলনামূলক অবস্থা সংযোজনী-১ তে তুলে ধরা হলো।

৬। মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪ ত্রৈমাসিকে ওভারনাইট রেপো (পলিসি) সুদহার ১০০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে ৯.৫০ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করা হয়। এ সময়ে স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ) সুদহার এবং স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ) সুদহার উভয়ই ১০০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধিকরে যথাক্রমে ১১.০ শতাংশ এবং ৮.০ শতাংশে পুনঃনির্ধারিত হয়।

[২] Six Month Moving Average Interest Rate of Treasury Bill
[৩] মোট শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত = (মোট শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ স্থিতি/মোট ঋণ স্থিতি)
[৪] এপ্রিল'২৩ হতে ভিত্তিবছর ২০২১-২২=১০০

কলমানিঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আন্তঃব্যাংক কলমানি মার্কেটে সুদহার সর্বনিম্ন ৭.৭৫ শতাংশ ও সর্বোচ্চ ১০.৫০ শতাংশ ছিল এবং মোট ২১১৬.৩৯ বিলিয়ন টাকার লেনদেন করা হয় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ২১৪৯.৪৬ বিলিয়ন টাকার চেয়ে ১.৫৪ শতাংশ কম। সর্বশেষ, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে ভারিত গড় কলমানি সুদহার দাঁড়িয়েছে ১০.০৩ শতাংশ।

রেপো[৫] নিলামঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দৈনিক রেপো'র ৫৮টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন মেয়াদি রেপো'র আওতায় ৫৫২৩.৭৮ বিলিয়ন টাকার ৫৪৮৪টি দরপত্র গৃহীত হয়, যেখানে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ৫৬টি নিলামে ৭৪৫২.৬৭ বিলিয়ন টাকার ৮৩৮৩টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল।

এছাড়া, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে Assured রেপো'র ১৬টি নিলামে ২১৮.৫৪ বিলিয়ন টাকার ৪১টি দরপত্র এবং ক্যাপিটাল মার্কেট রেপো'র ৩টি নিলামে ৩.৭৭ বিলিয়ন টাকার ৪টি দরপত্র গৃহীত হয়।

স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ)[৬]ঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ৪৬টি এসডিএফ নিলামে ১ দিন মেয়াদি ৩৬৮.৩৩ বিলিয়ন টাকার ১২৪টি দরপত্র গৃহীত হয়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ছিল ৯.০ বিলিয়ন টাকার ০২টি দরপত্র।

সরকারি ট্রেজারি বিলঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সাপ্তাহিক ট্রেজারি বিলের ১৪টি নিলামে ১১১৫.০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১১৩২.৬৮ বিলিয়ন টাকার ৫৭৪০টি দরপত্র গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ১১৯২.০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৮১৩.৫৭ বিলিয়ন টাকার ৪০০৮টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ডঃ একই সময়ে ট্রেজারি বন্ডের ১২টি নিলামে ৩০০.০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩৪৩.৬১ বিলিয়ন টাকার ৩৩৬০টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে লক্ষ্যমাত্রা ৪৩৯.০ বিলিয়ন টাকার বিপরীতে ২৭০.৫৮ বিলিয়ন টাকার ২৭৩৫টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল।

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪ ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বন্ডে গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারিত গড় বার্ষিক আয় পরিসীমা ছিল ১২.২১৪৩ শতাংশ থেকে ১২.৭৩৯৩ শতাংশ। সেপ্টেম্বর'২৪ শেষে ট্রেজারি বন্ড স্থিতি ছিল ৪৩৩১.৬২ বিলিয়ন টাকা, যা জুন'২৪ শেষের স্থিতির তুলনায় ৬.২১ শতাংশ বেশি।

বাংলাদেশ ব্যাংক বিলঃ আলোচ্য ২০২৪ ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি। বর্তমানে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির প্রচলন থাকা সত্ত্বেও মানি মার্কেটে পর্যাপ্ত উদ্বৃত্ত তারল্য না থাকায় সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ইস্যুর মাধ্যমে অর্থ উত্তোলনের প্রয়োজন হচ্ছে না।

ইসলামিক ব্যাংকস্ লিকুইডিটি ফ্যাসিলিটি (আইবিএলএফ)ঃ একই সময়ে আইবিএলএফ এর ৪৩টি নিলামে ৩৪২.২২ বিলিয়ন টাকার ৯৪টি দরপত্র গৃহীত হয়।

স্পেশাল লিকুইডিটি সাপোর্ট (এসএলএস)ঃ এ সময়ে এসএলএস এর ০৮টি নিলামে ৫৫.২০ বিলিয়ন টাকার ১১টি দরপত্র গৃহীত হয়।

মুদারাবা লিকুইডিটি সাপোর্ট (এমএলএস)ঃ উক্ত সময়ে এমএলএস এর কোনো নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

উপরোক্ত তথ্যানুযায়ী, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ডে বিনিয়োগের পরিমাণ ও গড় ভারীত বার্ষিক আয় হার পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের রেপো সুবিধায় ঋণ গ্রহণ অনেক কম হলেও Assured রেপো'র মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে, ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহের এসএলএস সুবিধা গ্রহণও বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭। বৈদেশিক লেনদেন পরিস্থিতি

রপ্তানিঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ৭.০৭ শতাংশ ও ৫.০৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১০৫৬০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায়। মূলত: তৈরি পোশাক রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধির সূত্রে আলোচ্য সময়ে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

[৫] দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য নিলামে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ওভারনাইট রেপো, লিকিউডিটি সাপোর্ট ফ্যাসিলিটি (এলএসএফ) ও স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ)
[৬] নীতি সুদহার করিডোর এর নিম্নসীমা স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ), যা পূর্বে রিভার্স রেপো হিসেবে অভিহিত হতো

আমদানিঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৮.১৬ শতাংশ হ্রাস পেলেও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের চেয়ে ০.৮৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৫১৯০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায়।

রেমিট্যান্সঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৪.৩৩ শতাংশ হ্রাস পায় তবে পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৩৩.৩২ শতাংশ বৃদ্ধি হয়ে ৬৫৪২.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায়।

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য (BOP)ঃ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪ সময়কালে রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ হ্রাস পেলেও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ও আমদানি ব্যয় হ্রাসের প্রেক্ষিতে বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি কম হয়েছে। এর সূত্রে চলতি হিসাব ভারসাম্যে (Current Account Balance) ঘাটতি হ্রাস পেয়ে ১২৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, এ সময়ে অন্যান্য বিনিয়োগ কম হওয়ায় আর্থিক হিসাবে (financial account) উদ্বৃত্ত হ্রাস পেয়ে ৫৬০.০ মিলিয়ন ডলার হয় (সারণি-১)। ফলে, উল্লেখিত সময়ে লেনদেন ভারসাম্যের চলতি হিসাবে ঘাটতি কম হলেও আর্থিক হিসাবে উদ্বৃত্ত হ্রাস পাওয়ার কারণে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ১৪৫৯.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি হয়েছে, যা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারের উপর অবচিতি চাপ সৃষ্টি করে।

বৈদেশিক লেনদেনের গতিধারা সারণী-১ এ তুলে ধরা হলো।

সারণি-১ঃ বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের গতিধারা

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

	অর্থবছর ২০২২-২৩[স]	অর্থবছর ২০২৩-২৪[স]	জুলাই-সেপ্টেম্বর: অর্থবছর ২০২৪[স]	এপ্রিল-জুন: অর্থবছর ২০২৪[স]	জুলাই-সেপ্টেম্বর: অর্থবছর ২০২৪[সা]
বাণিজ্যিক ভারসাম্য	**-২৭৩৮৪**	**-২২৪৩২**	**-৫০১০**	**-৬৬৭৬**	**-৪৬৩০**
রপ্তানি (f.o.b)	৪৩৩৬৪	৪০৮১০	১০০৫১	৯৮৬৩	১০৫৬০
আমদানি (f.o.b)	৭০৭৪৮	৬৩২৪২	১৫০৬১	১৬৫৩৯	১৫১৯০
সেবা	-৩১৩১	-৩৮০৮	-৮৬১	-১২১০	-১০৩৪
প্রাইমারি ইনকাম	-৩৪০৭	-৪৮১৭	-১০২২	-১৫৫২	-১১৮৩
সেকেন্ডারি ইনকাম	২২২৮৯	২৪৫৪৫	৫০৬৪	৭০০৫	৬৭২০
প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স	২১৬১১	২৩৯১২	৪৯০৭	৬৮৩৮	৬৫৪২
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	**-১১৬৩৩**	**-৬৫১২**	**-১৮২৯**	**-২৪৩৩**	**-১২৭**
মূলধনী হিসাব	৪৭৫	৫৫৪	৪২	২৬৭	১৫৬
আর্থিক হিসাব	৬৮৯০	৪৫৪৬	-১২৩০	৩৮৯৩	৫৬০
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	**-৮২২২**	**-৪৩০০**	**-২৮৫৫**	**৪৫৪**	**-১৪৫৯**

স=সংশোধিত, সা =সাময়িক,

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৮। বিনিময় হার পরিস্থিতি

নামিক বিনিময় হার (Nominal Exchange Rate)

সেপ্টেম্বর'২৪ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে টাকা-ডলার বিনিময়[৭] হার দাঁড়ায় ১২০.০ টাকা, যা জুন'২৪ ও সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে ছিল যথাক্রমে ১১৮.০ টাকা ও ১১০.৫ টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪ ত্রৈমাসিকে টাকা-ডলার বিনিময় হার শতকরা ১.৬৭ ভাগ অবচিতি (depreciation) পরিলক্ষিত হয় (চার্ট-৮)। বিনিময় হারে সৃষ্ট চাপ প্রশমনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ডলার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪ সময়ে ৭৫৬.১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার নিট বিক্রয় করা হয়েছে, যা বিগত বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২৪১২.৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কম।

[৭] টাকা-ডলার বিনিময় হার (মাস শেষে) বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলারস্ অ্যাসোসিয়েশন (BAFEDA) হতে সংগ্রহীত।

বৈদেশিক মুদ্রা বাজার স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে ডলারের spot ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য Crawling Peg Exchange Rate System চালু রয়েছে, যেখানে ডলার প্রতি Crawling Peg Mid Rate (CPMR) ধার্য করা হয়েছে ১১৭.০ টাকা। সর্বশেষ ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে আন্তঃব্যাংক মার্কেটে ডলার প্রতি বিনিময় হারের[৮] weighted average rate (WAR) ছিল ১২০.০০ টাকা।

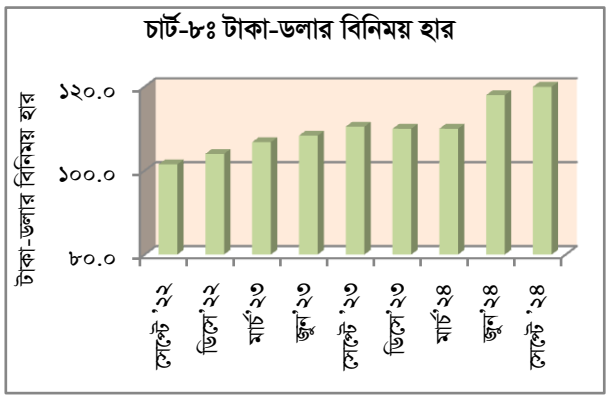

উৎসঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক (Real Effective Exchange Rate-REER Index)

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (REER) সূচক জুন'২৪ শেষের ৯৯.৫৩ থেকে ০.৫৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে সেপ্টেম্বর'২৪ শেষে দাঁড়িয়েছে ১০০.০৯ যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে যথাক্রমে ৫.২৭ শতাংশ হ্রাস ও ৪.৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

৯। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

বাধ্যতামূলক পরিশোধ নিশ্চিত করা এবং বহিঃখাতে স্থিতিশীলতা রক্ষার লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রাখা হয়। বৈদেশিক বাণিজ্য লেনদেন, প্রবাসী আয়, সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং অন্যান্য বৈদেশিক (নিট) অন্তঃপ্রবাহের উপর রিজার্ভের পরিমাণ নির্ভর করে। সার্বিক লেনদেনের ঘাটতির সূত্রে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ কমে সেপ্টেম্বর'২৪ শেষে দাঁড়ায় ২৪৮৬৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (অফিসিয়াল গ্রস) এবং ১৯৮৬১.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (বিপিএম৬) যা ৪.২ মাসের সম্ভাব্য আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত।

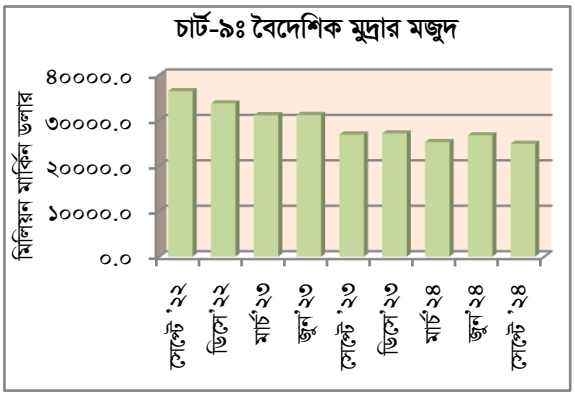

উৎসঃ একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে গ্রস রিজার্ভ ছিল ২৪৯৪৬.৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (বিপিএম৬ অনুযায়ী ১৯৯৫৭.১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)।

১০। জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ত্রৈমাসিকে অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

- ওভারনাইট রেপো সুদহার ১০০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে ৮.৫০ শতাংশ হতে ৯.৫০ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করা হয়। এ সময়ে, স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ) এবং স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ) উভয় ১০০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে যথাক্রমে এসএলএফ সুদহার ১০.০০ শতাংশ হতে ১১.০ শতাংশ ও এসডিএফ সুদহার ৭.০০ শতাংশ হতে ৮.০০ শতাংশ পুনঃনির্ধারণ করা হয়। (বিস্তারিতঃ এমপিডি, ২৫ আগস্ট ২০২৪, aug252024mpd03.pdf, এমপিডি, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, sep242024mpd04.pdf)

[৮] ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক এর তথ্য মতে।

- বিলাসজাতীয় পণ্য এবং অভ্যন্তরীণভাবে উৎপাদিত আমদানি বিকল্প পণ্যসমূহের আমদানি ঋণপত্র স্থাপনের ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ নগদ মার্জিন সংরক্ষণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। (বিস্তারিতঃ বিআরপিডি, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, sep052024brpdl41.pdf)
- আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজরের সুদ হারের সাথে সামঞ্জস্যতা আনয়নের লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের সুদহার ৪.৫০ শতাংশের পরিবর্তে SOFR+১.৫০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। (বিস্তারিতঃ এফইপিডি, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, sep012024fepd15e.pdf)
- বিদেশে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী বা দুর্ঘটনায় শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত প্রবাসীদের নিয়োগ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বা বীমা কোম্পানী হতে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণ বাবদ বৈধ উপায়ে দেশে প্রেরিত অর্থের বিপরীতে বিদ্যমান হারে রেমিট্যান্স প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। (বিস্তারিতঃ এফইপিডি, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪, Microsoft Word - FE Circular 16.docx)

১১। উপসংহার

সামষ্টিক অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জসমূহ সামনে রেখে কাঙ্খিত দেশজ প্রবৃদ্ধি অর্জনে গতিশীলতা বজায় রাখা সহ অভ্যন্তরীণ বাজারমূল্য বিশেষত: খাদ্য মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বমুখী প্রবাহ রোধ করে দামস্তরে স্থিতিশীলতা আনয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করছে। তবে, চলমান বিশ্ব অর্থনীতির সংকটাবস্থা এবং অভ্যন্তরীণ পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অগ্রাধিকার খাতসমূহ যথা-কৃষি, রপ্তানিমুখী শিল্প, আমদানি বিকল্প শিল্প ও সিএমএসএমই খাতে অবাধ ঋণ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, খেলাপী ঋণের পরিমাণ হ্রাসে কার্যকর পদক্ষেপ বাস্তবায়ন, ব্যাংক খাতে তারল্য পরিস্থিতি স্বস্তিদায়ক পর্যায়ে ফিরিয়ে আনা, আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষা বজায় রাখাসহ ব্যাংক খাত তথা সামগ্রিক আর্থিক খাতে সুশাসন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের সাথে সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

গবেষণা বিভাগ

(মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং)

নির্বাচিত কিছু সূচকের তুলনামূলক অবস্থা জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৪

সংযোজনী-১

(বিলিয়ন টাকায়)

	সেপ্টেম্বর	জুন	মার্চ	সেপ্টেম্বর	জুন	সেপ্টেম্বর	প রি ব র্ত ন স মূ হ				
	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৩	২০২৩	২০২২	জুন'২৪ এর	মার্চ'২৪ এর	জুন'২৩ এর	সেপ্টেম্বর'২৩ এর	সেপ্টেম্বর'২২ এর
							তুলনায় সেপ্টেম্বর'২৪	তুলনায় জুন'২৪	তুলনায় সেপ্টেম্বর'২৩	তুলনায় সেপ্টেম্বর'২৪	তুলনায় সেপ্টেম্বর'২৩
১	২	৩	৪	৫	৫	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৬৫০.৯৭	২৯১১.২৯	২৫৯৪.৩৬	২৯৩৩.১৮	৩১৬৭.২৮	৩৩৫৪.৪১	-২৬০.৩২	৩১৬.৯৩	-২৩৪.১০	-২৮২.২১	-৪২১.২৩
							-(৮.৯৪)	(১২.২২)	-(৭.৩৯)	-(৯.৬২)	-(১২.৫৬)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	১৭৬০০.৫২	১৭৪২১.০৫	১৬৭৭৮.০৬	১৫৮৩৯.২৮	১৫৭০৪.৪০	১৩৮৭৩.৮৭	১৭৯.৪৭	৬৪২.৯৯	১৩৪.৮৮	১৭৬১.২৪	১৯৬৫.৪১
							(১.০৩)	(৩.৮৩)	(০.৮৬)	(১১.১২)	(১৪.১৭)
ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	২১০৬৩.০০	২১১৫৫.২৫	২০৩৬৪.৪৯	১৯৩০৫.৭১	১৯২৬৭.৭১	১৭১০০.৭৩	-৯২.২৫	৭৯০.৭৬	৩৮.০০	১৭৫৭.২৯	২২০৪.৯৮
							-(০.৪৪)	(৩.৮৮)	(০.২০)	(৯.১০)	(১২.৮৯)
i) সরকারি খাত (নীট)	৪০৬৮.১৪	৪২৪৮.৭৭	৩৯০৪.০১	৩৭০৯.২১	৩৮৭৩.৫০	২৯২৪.৯২	-১৮০.৬৩	৩৪৪.৭৬	-১৬৪.২৯	৩৫৮.৯৩	৭৮৪.২৯
							-(৪.২৫)	(৮.৮৩)	-(৪.২৪)	(৯.৬৮)	(২৬.৮১)
ii) অন্যান্য সরকারি খাত	৪৭২.৪২	৪৯৪.১৯	৪৭৫.১৮	৪৬৫.৯৬	৪৫১.৬৫	৩৮১.৬৮	-২১.৭৭	১৯.০১	১৪.৩১	৬.৪৬	৮৪.২৮
							-(৪.৪১)	(৪.০০)	(৩.১৭)	(১.৩৯)	(২২.০৮)
iii) বেসরকারি খাত	১৬৫২২.৪৪	১৬৪১২.২৯	১৫৯৮৫.৩০	১৫১৩০.৫৪	১৪৯৪২.৫৬	১৩৭৯৪.১৩	১১০.১৫	৪২৬.৯৯	১৮৭.৯৮	১৩৯১.৯০	১৩৩৬.৪১
							(০.৬৭)	(২.৬৭)	(১.২৬)	(৯.২০)	(৯.৬৯)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-৩৪৬২.৪৮	-৩৭৩৪.২০	-৩৫৮৬.৪৩	-৩৪৬৬.৪৩	-৩৫৬৩.৩১	-৩২২৬.৮৬	২৭১.৭২	-১৪৭.৭৭	৯৬.৮৮	৩.৯৫	-২৩৯.৫৭
							(৭.২৮)	-(৪.১২)	(২.৭২)	(০.১১)	-(৭.৪২)
৩। মুদ্রা যোগান (এম২) (১+২)	২০২৫১.৪৯	২০৩৩২.৩৪	১৯৩৭২.৪২	১৮৭৭২.৪৬	১৮৮৭১.৬৮	১৭২২৮.২৮	-৮০.৮৫	৯৫৯.৯২	-৯৯.২২	১৪৭৯.০৩	১৫৪৪.১৮
							-(০.৪০)	(৪.৯৬)	-(০.৫৩)	(৭.৮৮)	(৮.৯৬)
ক) সংকীর্ণ মুদ্রা	৪৭৬৪.৬৩	৫০০৯.২৭	৪৫৫৩.৭৫	৪৪০০.১৭	৪৯১৮.৮৮	৪১৮৪.৪৯	-২৪৪.৬৪	৪৫৫.৫২	-৫১৮.৭১	৩৬৪.৪৬	২১৫.৬৮
							-(৪.৮৮)	(১০.০০)	-(১০.৫৫)	(৮.২৮)	(৫.১৫)
i) জনগণের হাতে থাকা মুদ্রা	২৮৩৫.৫৩	২৯০৪.৩৭	২৬১১.৯৫	২৫৩৫.০৫	২৯১৯.১৪	২৩৯৯.৯৮	-৬৮.৮৩	২৯২.৪১	-৩৮৪.০৮	৩০০.৪৮	১৩৫.০৭
							-(২.৩৭)	(১১.২০)	-(১৩.১৬)	(১১.৮৫)	(৫.৬৩)
ii) তলবি আমানত	১৯২৯.১০	২১০৪.৯০	১৯৪১.৮০	১৮৬৫.১২	১৯৯৯.৭৪	১৭৮৪.৫১	-১৭৫.৮১	১৬৩.১১	-১৩৪.৬৩	৬৩.৯৮	৮০.৬১
							-(৮.৩৫)	(৮.৪০)	-(৬.৭৩)	(৩.৪৩)	(৪.৫২)
খ) মেয়াদি আমানত	১৫৪৮৬.৮৬	১৫৩২৩.০৭	১৪৮১৮.৬৭	১৪৩৭২.২৯	১৩৯৫২.৮০	১৩০৪৩.৭৯	১৬৩.৭৮	৫০৪.৪০	৪১৯.৪৮	১১১৪.৫৭	১৩২৮.৫০
							(১.০৭)	(৩.৪০)	(৩.০১)	(৭.৭৫)	(১০.১৮)
৪। রিজার্ভ মুদ্রা	৩৭৫২.৭৩	৪১৩৬.৪৭	৩৫৬৭.৮৯	৩৪৪২.৩৪	৩৮৩৫.৮৫	৩৪০০.৮০	-৩৮৩.৭৪	৫৬৮.৫৮	-৩৯৩.৫১	৩১০.৩৯	৪১.৫৩
							-(৯.২৮)	(১৫.৯৪)	-(১০.২৬)	(৯.০২)	(১.২২)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৩১৬.৬৬	২৪৫৭.৮১	২২৬৮.৯১	২৫৮৯.৭৮	২৮৭৪.৯৮	৩১৯০.৩৭	-১৪১.১৪	১৮৮.৯০	-২৮৫.২০	-২৭৩.১১	-৬০০.৬০
							-(৫.৭৪)	(৮.৩৩)	-(৯.৯২)	-(১০.৫৫)	-(১৮.৮৩)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১৪৩৬.০৭	১৬৭৮.৬৬	১২৯৮.৯৮	৮৫২.৫৬	৯৬০.৮৮	২১০.৪৩	-২৪২.৫৯	৩৭৯.৬৮	-১০৮.৩১	৫৮৩.৫১	৬৪২.১৩
							-(১৪.৪৫)	(২৯.২৩)	-(১১.২৭)	(৬৮.৪৪)	(৩০৫.১৫)
৫। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত সরকারের নীট ঋণ	১০৩৮.৩৩	১৪৫৯.৩২	১২৭৮.১০	১২৯০.৪০	১৫৭৪.১২	৭১৬.৬৩	-৪২১.০০	১৮১.২২	-২৮৩.৭২	-২৫২.০৭	৫৭৩.৭৬
							-(২৮.৮৫)	(১৪.১৮)	-(১৮.০২)	-(১৯.৫৩)	(৮০.০৬)
৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মিলিয়ন মা: ড:)	২৪৮৬৩.০০	২৬৭১৪.২০	২৫২৩১.৭০	২৬৯১১.০	৩১২০৩.০০	৩৬৪৭৬.৪০					
৭। অতিরিক্ত তরল সম্পদ (বিলিয়ন টাকায়)#	১৭৮০.৯১	১৯৫৮.২৪	১৬৭৭.০৯	১৬৪৪.৪০	১৬৬২.৮৮	১৭০৩.২৫					
৮। শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকায়)	২৮৪৯.৭৭	২১১৩.৯২	১৮২২.৯৫	১৫৫৩.৯৮	১৫৬০.৩৯	১৩৪৩.৯৬					
শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত(%)	১৬.৯৩	১২.৫৬	১১.১১	৯.৯৩	১০.১১	৯.৩৬					
৯। টাকা-ডলার বিনিময় হার (মাস শেষে)	১২০.০০	১১৮.০০	১১০.০০	১১০.৫০	১০৮.৩৬	১০১.৫০					
১০। প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (REER) সূচক (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬)	১০০.০৯	৯৯.৫৩	১০৫.০৭	১০৬.৫৭	১০২.০৩	১১২.৩৬					
১১। মূল্যস্ফীতির হার (বার মাসের গড় ভিত্তিক) (ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬ এবং ২০২১-২২)©	৯.৯৭	৯.৭৩	৯.৬৯	৯.২৯	৯.০২	৬.৯৬					

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ ও ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

নোটঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক;

#= সিআরআর ও এসএলআর সংরক্ষণ করার পর; ©= এপ্রিল'২৩ হতে ভিত্তিবছর ২০২১-২২।